আমার প্রিয় বই - ঠাকুরমার ঝুলি : ক্লাস ৪-৫

(সিডি২৫এ/এনডি৮)

আমার প্রিয় বই বললেই বেশ কয়েকটা বইয়ের নাম মনে পড়ে যেমন *সহস্র এক আরব্য রজনী, ঠাকুরমার ঝুলি, মিতুল নামে পুতুলটি, অলিভার টুইস্ট,* আরো কত কি! এর মধ্যে আমার প্রিয় বই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা ঠাকুরমার ঝুলি। আমাদের যৌথ পরিবারে সবকিছু একটু পুরনো আমলের তাই আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন মা, ঠাম্‌মি আর ছোটপিসি এই বইয়ের গল্পগুলো আমাকে বলতেন। পড়ার বই হাতে নিলে ঘুম পেত কিন্তু সেই রূপকথা - তারপর, তারপর, তারপর . . . করে কত রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখত। তারপর শুনতে শুনতে চোখ বুজে আসত। সেই অজানা রাজ্যের, সেই অচেনা রাজপুত্তুর, সেই সাতসমুদ্র তেরো নদীর ঢেউ, বুকের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলে বেড়াত। আমার মতো দুরন্ত শিশুও শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার সেগুলো খুব ভাল মনে থাকত।

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন মামা আমাকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন এই ঠাকুরমার ঝুলি। আমি তাড়াতাড়ি স্কুলের পড়া শেষ করেই গল্পের বই নিয়ে বসে পড়তাম। যখনই গল্পগুলো পড়তাম তখনই দেখতাম আমার সবকটা গল্পই জানা। ছোটবেলায় শুনেছি। তাও আমার পড়তে খুব ভাল লাগত। রাজপুত্র রাজকন্যার কথা, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প, সাত ভাই চম্পা, নীল কমল আর লাল কমলের রাক্ষসের দেশে গিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তাদের হারিয়ে দেওয়া। ভ্রমরের প্রাণনাশ করে রাক্ষসদের মেরে দিয়ে আসা, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যার ঘুম থেকে জেগে ওঠা, কাঁকনমাল-কাঞ্চনমালার গল্প, রাজপুত্র কিভাবে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল, আরও কত কি! যদিও আমার সব জানা গল্প, তবু বই পড়তে খুব ভাল লাগে। অত মোটা বই আমি চারদিনেই পড়ে ফেলেছিলাম। রাতে শুয়ে শুয়ে আমি ওইসব চরিত্রের কথাই ভাবি।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪